যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

জাতীয় গ্রন্থনীতি

১৯৪৮ সাল হইতে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ধরিলে এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ৬০তম বার্ষিকী অতিক্রান্ত হইতেছে। ইতিমধ্যে বাংলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অবদান রাখিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পর্যন্ত কোন জাতীয় গ্রন্থনীতি গৃহীত ও অনুসৃত হইতে পারে নাই। অথচ একটি দেশের জন্য জাতীয় গ্রন্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যাইবে না। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারিতে আয়োজন করা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত জাতীয় গ্রন্থমেলা ইতিমধ্যে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আগ্রহ ও সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার বাহিরে আরও একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করিয়া আসিতেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। রাজধানীকেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাহিরেও ভাষা আন্দোলনের মাসে বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় শহরগুলিতেও ছোট-বড় বইমেলার আয়োজন করা হইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নিমিত্ত রহিয়াছে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি। দেশে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার পুস্তক মুদ্রণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। রহিয়াছে কয়েক হাজার পুস্তক প্রকাশক, লাইব্রেরি ও বই বিক্রেতা। বই বাঁধাই, মুদ্রণ, মুদ্রণসামগ্রীসহ কাগজ বিক্রয় ও বই বিপণনের সহিত জড়িত রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ লোক। অথচ দেশে কোন জাতীয় গ্রন্থনীতি নাই। প্রধান উপদেষ্টা উহার গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়া অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতীয় জীবনে গ্রন্থখাতের গুরুত্ব ও অবদানের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার নূতন একটি গ্রন্থনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী। জাতীয় গ্রন্থনীতি যাহাতে অতিসত্বর আইন হিসাবে প্রণয়ন ও গৃহীত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করা হইবে। পাশাপাশি বাংলা একাডেমীর জন্য যুগোপযোগী একটি স্বতন্ত্র আইনি কার্যক্রম প্রণয়নের উপরও সরকারের আগ্রহের কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তথ্য জানিবার অধিকার সংক্রান্ত আইনটিও চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। প্রধান উপদেষ্টা যথার্থই বলিয়াছেন, একটি আলোকিত, শিক্ষিত ও অগ্রসরমান সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে বইয়ের কোন বিকল্প নাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধুনিক দাপটে একদা প্রতীয়মান হইতেছিল যে, বই তথা লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা বোধকরি ফুরাইয়া যাইতেছে। বিশ্বব্যাপী পরিচালিত সর্বশেষ গবেষণা ও তথ্য জরিপে দেখা যাইতেছে, প্রতি বৎসরই দৈনিক সংবাদপত্রসহ বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সদ্য প্রকাশিত পুস্তক পাঠকের সংখ্যা বাড়িবার পাশাপাশি বাড়িতেছে গ্রন্থাগারের সংখ্যাও। নিরন্তর জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত লাইব্রেরির দ্বারস্থ না হইয়া উপায় নাই আমাদের। জাতীয় জীবনে মননশীলতার চর্চাসহ দেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও বইয়ের বিকল্প নাই। সেই ক্ষেত্রে নূতন একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নে সৃজনশীল লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। অতঃপর নূতন গ্রন্থনীতির মাধ্যমে দেশে গ্রন্থ উন্নয়ন, প্রকাশনাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পুস্তক বিপণন আরও বেগবান ও সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইবে। তবে এই গ্রন্থনীতি অবশ্যই প্রণীত হইতে হইবে জাতির মনন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ, সর্বোপরি প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে আলোকিত। মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের সীমাহীন রাজ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকতার আদৌ কোন স্থান নাই। জাতীয় গ্রন্থনীতিতে শত ফুল ফুটিতে দিবার অঙ্গীকারের পাশাপাশি আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকার সেই লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে অগ্রসর হইবে বলিয়াই প্রত্যাশিত।